আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আশূরায়ে মুহাররম
ও
আমাদের করণীয়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়; ফযীলত	০৪
আশূরার গুরুত্ব	০৫
আমাদের করণীয়	০৯
আশূরার বিদ'আত সমূহ	১০
বিদ'আত সমূহের শারঈ ভিত্তি; ইসলামে শোক	১২
মর্সিয়া; তা'যিয়া	১৪
হুসায়েনের মাথা ছয়টি দেশে	১৫
বিদ'আতের সূচনা	১৬
হক ও বাতিলের লড়াই?	১৭
হুসায়েন (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ড	২০
নিহতদের সংখ্যা ও তালিকা	২০
হুসায়েন (রাঃ)-এর প্রতিক্রিয়া	২১
ইয়াযীদের প্রতিক্রিয়া	২১
ইয়াযীদের চরিত্র	২২
রোমক বিজয়ে ইয়াযীদ	২৩
মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অছিয়ত; ইতিহাসগত বিভ্রান্তি	২৪
মৃত্যুকালে ইয়াযীদ; পর্যালোচনা	২৫
হুসায়েন (রাঃ) সম্পর্কে আক্বীদা	২৭
হুসায়েন (রাঃ)-এর কূফায় যাত্রার প্রাক্কালে ছাহাবীগণের ভূমিকা	২৭
হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদাতে আহলে সুন্নাতের অবস্থান	২৯
শী'আ চক্রান্তের ফাঁদে সুন্নীগণ	৩০
ইয়াযীদ সম্পর্কে আক্বীদা	৩১
উপসংহার	৩২

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

আল্লাহ্র নিকটে বছরের চারটি মাস হ'ল 'হারাম' বা মহা সম্মানিত *(তওবা ৯/৩৬)*। যুল-ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম একটানা তিন মাস এবং তার পাঁচ মাস পরে 'রজব', যা শা'বানের পূর্ববর্তী মাস'।[১] জাহেলী আরবরা এই চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না।[২] এভাবে বছরের এক তৃতীয়াংশ তথা 'চার মাস' তারা লড়াই-ঝগড়া, খুন-খারাবী ইত্যাদি অন্যায়-অপকর্ম হ'তে দূরে থাকত। এ মাসগুলির মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ধর্মীয় কর্তব্য। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ- 'নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আল্লাহ্র বিধানে মাসসমূহের গণনা হ'ল বারোটি। যার মধ্যে চারটি মাস হ'ল 'হারাম'। এটিই হ'ল প্রতিষ্ঠিত বিধান। অতএব এ মাসগুলিতে তোমরা পরস্পরে অত্যাচার করো না' *(তওবা ৯/৩৬)*।

ফযীলত (فضائل عاشوراء) :

১. হযরত আবু হুরায়রা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)* হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ- 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[৩]

---

১. বুখারী হা/৫৫৫০; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯।
২. বুখারী হা/৫৩; মুসলিম হা/১৭; মিশকাত হা/১৭।
৩. মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।

২. হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ– 'আশূরার দিনের ছিয়াম আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে'।[৪]

আশূরার গুরুত্ব (أهمية عاشوراء) :

হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের ১০ম তারিখকে 'আশূরা' (عَاشُوْرَاءُ) বলা হয়। এদিন আল্লাহ্র হুকুমে মিসরের অত্যাচারী সম্রাট ফেরাঊন তার সৈন্যদল সহ নদীতে ডুবে মরেছিল এবং নবী মূসা (আঃ) ও তাঁর অত্যাচারিত কওম বনু ইস্রাঈলগণ ফেরাঊনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মূসা (আঃ) এদিন ছিয়াম রাখেন'।[৫] ইসলাম আসার পূর্ব থেকেই ইহূদী, নাছারা ও মক্কার কুরায়েশরা এদিন ছিয়াম রাখায় অভ্যস্ত ছিল। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজে ও তাঁর হুকুম মতে সকল মুসলমান এদিন ছিয়াম রাখতেন *(মুসলিম, শরহ নববী)*।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহূদীদের আশূরার ছিয়াম পালন করতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল,

هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوْسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوْسَى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

'এটি একটি মহান দিন। এদিন আল্লাহ মূসা ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরাঊন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন।[৬] তার

৪. মুসলিম হা/১১৬২ (১৯৬); মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।
৫. মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮); বুখারী হা/৩৯৪৩।
৬. পাশ্চাত্য মনীষী লুইস গোল্ডিং-এর তথ্যানুসন্ধান মূলক ভ্রমণ কাহিনী IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER-এর মতে, ওটা ছিল 'লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদ'। মিসরের আধুনিক তাফসীরকার তানতাভীও (মৃ. ১৯৪০ খৃ.) বলেন যে,

শুকরিয়া হিসাবে মূসা এদিন ছিয়াম পালন করেন। অতএব আমরাও এদিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা-র (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে ছিয়াম রাখার নির্দেশ দেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর অভ্যাস ছিল)।[৭]

২. হযরত আয়েশা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)* বলেন,

كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ : مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, এক্ষণে যে চায় আশূরার ছিয়াম পালন করুক এবং যে চায় তা পরিত্যাগ করুক'।[৮]

৩. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ- 'লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহূদী ও নাছারাগণ আশূরার দিনটিকে বিশেষভাবে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আগামী বছর আল্লাহ চাইলে আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ

লোহিত সাগরে ডুবে মরা ফেরাঊনের লাশ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পাওয়া গিয়েছিল'। যদিও তা ১৯০৭ সালে পাওয়া যায় (দ্রঃ নবীদের কাহিনী ২/৬৩ পৃ.)। সাগরের বিভক্ত পানির 'প্রত্যেক ভাগ' *(শো'আরা ২৬/৬৩)* বলতে তাফসীরকারগণ বারো গোত্রের জন্য বারোটি ভাগ বলেছেন। যেখানে রাস্তাগুলি শুষ্ক হয়ে যায়। যার উপর দিয়ে মূসা (আঃ) ও তাঁর ঈমানদার সাথীগণ সহজে পার হয়ে যান *(ত্বোয়াহা ২০/৭৭)*।

৭. মুসলিম হা/১১৩০; বুখারী হা/৩৩৯৭; মিশকাত হা/২০৬৭।

৮. বুখারী হা/২০০২, ৪৫০৪ 'আশূরার দিনের ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১১২৫ (১১৩)।

لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ– ‘আগামীতে আমি বেঁচে থাকলে অবশ্যই ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব’। রাবী বলেন, فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ– صلى الله عليه وسلم– ‘কিন্তু পরের বছর মুহাররম মাস আসার আগেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যু বরণ করেন’।[৯]

৪. হযরত রুবাইই‘ বিনতে মু‘আউভিয বিন ‘আফরা *(রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা)* বলেন,

أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– غَدَاةَ عَاشُورَاءَ رُسُلَهُ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الْمَدِينَةِ : مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ. فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ، وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا، فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ– مُتَّفقٌ عَلَيْهِ–

‘আশূরার দিন সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনার পার্শ্ববর্তী আনছারদের গ্রামসমূহে ঘোষকদের পাঠিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি ছিয়াম অবস্থায় সকাল করেছে, সে যেন ছিয়াম পূর্ণ করে। আর যে ব্যক্তি ছিয়াম না রেখে সকাল করেছে, সে যেন বাকী দিনটা ঐভাবে (না খেয়ে) অতিবাহিত করে। অতঃপর আমরা এর পর থেকে এদিন ছিয়াম রাখতাম ও আমাদের ছোট বাচ্চাদের ছিয়াম রাখাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা বানিয়ে রাখতাম ও তা সাথে নিয়ে যেতাম। যখন তারা খাওয়ার জন্য কাঁদতো তখন ওটা দিতাম, যা ওদেরকে ভুলিয়ে রাখত। এভাবে বাচ্চারা তাদের ছিয়াম পূর্ণ করত’।[১০]

৫. হযরত মু‘আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে হজ্জের মওসুমে খুৎবা দান কালে বলেন,

---

৯. মুসলিম হা/১১৩৪; আবুদাঊদ হা/২৪৪৫।

১০. মুসলিম হা/১১৩৬; বুখারী হা/১৯৬০। وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِـهِ مَعَنَـا এখানে بِهِ দ্বারা اللُّعْبَـةَ বুঝানো হয়েছে *(মুসলিম হা/১১৩৬)*। শব্দটি বাহ্যিকভাবে স্ত্রীলিঙ্গ হ’লেও অপ্রাণীবাচক হিসাবে তার জন্য পুংলিঙ্গের সর্বনাম (بِهِ) আনা হয়েছে।

يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপর ফরয করা হয়নি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে যে চায় সে ছিয়াম পালন করুক এবং যে চায় তা পরিত্যাগ করুক'।[১১]

৬. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন,

كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَصُومُوهُ أَنْتُمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'খায়বর বাসীরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখে। দিনটিকে ইহূদীরা খুবই সম্মান করে। তারা এদিনকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করে। তারা এদিন তাদের স্ত্রীদের অলংকারাদি ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করায়। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা এদিন ছিয়াম রাখ'।[১২]

৭. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا- 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের বিপরীত কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বের দিন বা পরের দিন ছিয়াম পালন কর'।[১৩]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে।-

---

১১. বুখারী হা/২০০৩; মুসলিম হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।

১২. মুসলিম হা/১১৩১ (১২৯-১৩০); বুখারী হা/২০০৪।

১৩. বায়হাক্বী ৪/২৮৭, হা/৮৬৬৭। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মরফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্র. আলবানী, তাহকীক ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃ.।

(১) আশূরার ছিয়াম ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম মুসলমানগণ নিয়মিতভাবে পালন করতেন।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) শৈশবকাল থেকেই শিশুদের ছিয়ামে অভ্যস্ত করানো কর্তব্য। যদিও তাদের উপরে তা ফরয নয়।

(৬) আশূরার ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ সমূহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই। এই ছিয়াম ৯ ও ১০ বা ১০ ও ১১ দু'দিন রাখা ভাল। তবে রাসূল (ছাঃ) ৯ ও ১০ দু'দিন রাখতে চেয়েছিলেন। কমপক্ষে ১০ তারিখে ছিয়াম রাখা আবশ্যক।

(৭) আশূরার ছিয়ামের সাথে হযরত হুসায়েন ইবনু আলী (রাঃ)-এর শাহাদাতের কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে।[১৪]

আমাদের করণীয় (واجباتنا فى عاشوراء) :

এদিনের করণীয় হ'ল, যালেম শাসক ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম দু'টি নফল ছিয়াম রাখা। কমপক্ষে ১০ই মুহাররম একটি ছিয়াম পালন করা কর্তব্য।

১৪. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ (বৈরূত : দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪১২ হি.) ক্রমিক ১৭২৬; আল-ইস্তী'আব (বৈরূত : দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ.) ক্রমিক ৫৫৬।